বই তরণী

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী পরিচয় ঃ তিনটি বই

উত্তরবঙ্গ, বিশেষভাবে প্রান্ত-উত্তরবঙ্গ প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, ভাষাগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত এবং অন্যান্য দিক থেকেও খানিকটা অন্যরকম। এই এলাকার মধ্যেই পড়ে তরাই-ডুয়ার্স। পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১৯৭৬-এর সরকারি আইনে এখন ৪০টি। বাংলা ও বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজের পাশাপাশি আদিবাসী প্রতিবেশীদের বসবাস। মেচ, রাভা, গারো, টোটো ইত্যাদি সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর পাশাপাশি অসুর, মাহালি, শেরপা, সাঁওতাল, চিকরাইক, লোহারা প্রভৃতি গোষ্ঠীর বসবাস ও জীবনচর্যা। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে কাছাকাছি, একসঙ্গে।

'উত্তরবঙ্গের আদিবাসী শেরপা সমাজ ও সংস্কৃতি' বইটির লেখক যৌথভাবে প্রমোদ নাথ এবং রাম-অবতার শর্মা। বাংলা ভাষায় রচিত এই বইটির হিন্দি অনুবাদও সম্প্রতি বেরিয়েছে। শেরপা সম্প্রদায়ের একটি অংশ পর্বত-আরোহণের সঙ্গে যুক্ত। তেনজিং নোরগে, এডমন্ড হিলারির সঙ্গে এভারেস্ট জয় করেন ২৯ মে, ১৯৫৩- তে।

'শেরপা' শব্দটি 'শারভা' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ পূর্বদিকের বসবাসকারী। আবার 'নবরিপা' বললে পশ্চিমদিকের অধিবাসী বোঝায়। 'শেরপা' তিব্বতি শব্দ 'শারভা' থেকে এসেছে বলে তিব্বতের সঙ্গে তাদের সংযোগ স্পষ্ট। এদের মাতৃভাষা 'শেরপাস' তিব্বত-বর্মী গোষ্ঠীর অন্তর্গত। জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারত, নেপাল, তিব্বত, চিন প্রভৃতি দেশের সংযোগ নানা পর্বে দেখা যায়। যাযাবরি স্বভাব তাদের মধ্যে স্পষ্ট। মাল পরিবহন এবং পর্বতারোহণে তাদের সহযোগিতা বিশেষভাবে দেখা যায়।

বইটিতে কয়েকটি বিভাগে শেরপা-পরিচিতি পাওয়া যায়। (১) উৎস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (২) শেরপাদের জন্মমৃত্যুর আলোকে এই সম্প্রদায়। (৩) দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও খাদ্যাভাস (৪) পোশাক-অলংকার-গৃহস্থালি। (৫) শেরপাদের ধর্ম (৬) বাসগৃহ (৭) উৎসব (৮) বাদ্যযন্ত্র (৯) সংগীত (৯) প্রাকৃতিক ওষুধের উপকারিতা (১০) শেরপাথর (clan) (১১) পারিবারিক সম্পর্ক (১২) অর্থনৈতিক অবস্থা (১৩) শেরপা শব্দভাণ্ডার ও বাক্য (১৪) কয়েকজন বিখ্যাত এভারেস্ট বিজয়ী শেরপা। এছাড়া আছে তথ্যসূত্র ও আলোকচিত্র।

বইটির আশি পাতার মধ্যে বহু তথ্য ঠাসা। কয়েকজন বিখ্যাত এভারেস্ট বিজয়ী শেরপার মধ্যে তেনজিং নোরগের নাম প্রথমেই আলোচিত হয়েছে। তাঁর আসল নাম নামগিয়াল ওয়াং দি। তাঁর বিস্তৃত পরিচয় এই বইয়ে আছে। পরবর্তীকালে মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ীদের মধ্যে দু'জন শেরপা পেমবা ফোরজি এবং লাকপা লামা। নেপালি শেরপা আগা শেরপা এ পর্যন্ত একুশবার এভারেস্ট আরোহণ করে বিশ্বরেকর্ড করেছেন। মহিলাদের মধ্যে প্রথম এভারেস্টজয়ী পাবাং লাবু শেরপা, তবে ফেরার পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে। নিমা চামজী মাত্র ১৬ বছরে সর্বকনিষ্ঠা মহিলা হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন।

বর্তমানে এভারেস্ট বিজয়ে অনেকেই এগিয়ে আসছেন। শেরপাদের সহযোগিতা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, তবে সম্প্রতি নেপাল সরকারের অসহযোগিতা শেরপাদের জীবিকার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। শেরপাদের জীবিকার সংকট দেখা দিচ্ছে।

দ্বিতীয় বইটির নাম ঃ 'আদিবাসী অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি'। বইটি লেখক একক ভাবে প্রমোদ নাথ। বইটির মধ্যে বিরল জনগোষ্ঠীর অসুর সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কৃতি, উৎস, পোশাক-পরিচ্ছদ, আত্মীয়তা-সম্পর্ক, তাদের খাদ্য-পানীয়, উত্তরাধিকার, পূজাপার্বণ, নৃত্যচর্চা, গান, অসুর শব্দ-শব্দভাণ্ডার, কয়েকটি বাক্য, অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়গুলি যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনই আছে আদিবাসী অসুরদের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে বারোটি রঙিন ছবি। এই ছবি খুব সুন্দরভাবে অসুরদের জীবনচর্যার খণ্ডচিত্র হয়ে ওঠে।

কয়েকটি পরিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে অসুর সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে লেখক একটা স্পষ্ট ধারণা তুলে দিতে চেয়েছেন। তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'উৎস সন্ধানে'। এই পরিচ্ছেদটি অসুর নামক বিশেষ আদিবাসীদের সম্পর্কিত এক বিতর্কিত অধ্যায়। লেখক অসুরদের সম্পর্কে বিতর্কিত নানা তথ্য ও মতামত তুলে ধরে তাঁর নিরপেক্ষতাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে যে চল্লিশটি তপশিলি আদিবাসী সম্প্রদায় আছে তাদের মধ্যে অসুর জনগোষ্ঠী নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে, তা নিয়ে আলোচনাও করেছেন বিশিষ্ট গবেষকরা। লেখক সেগুলির আলোচনা করেছেন। সূচনায় 'আমার কথা' অংশে তিনি লেখেন – 'অসুর দ্রাবিড়গোষ্ঠীর অন্তর্গত।' আবার ৫৪ পাতায় আছে – 'এরা নিজেদের বাড়িতে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষায় কথা বলেন।'

অসুর সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ৪৮৬৪ জন ছিল ১৯৯১-এর জনগণনায়। আবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কোচবিহার এবং ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, অসম, আন্দামান-সহ নানা জায়গায় অসুররা ছড়িয়ে আছেন।

অসুর সম্প্রদায়ের পেশাগত কাজ ছিল লোহা গলানো, জঙ্গল কেটে চাষবাস, বাড়ি তৈরি, নানা জাতীয় নির্মাণ দক্ষতায় তাঁদের পটুত্ব, আবার চা বাগিচায় শ্রমিক হিসেবেও তাঁদের দেখা যায়। অসুরদের বলবান, প্রজ্ঞাবান বলে উল্লেখ করেছেন গবেষকরা। আবার সুর অর্থাৎ দেবতার বিপরীতে অসুর একসময় রাক্ষস নামে কথিত। পতঞ্জলি তাদের ম্লেচ্ছ বলেছেন। অসুরদের দেবতা বরুণদেব। গবেষকদের মতে, কিছু অসুর আর্যসমাজে প্রবেশ করেন, আবার কিছু চিহ্নিত হয় রাক্ষস হিসেবে। অনেকে তাঁদের লৌহযুগের মানুষ মনে করেন। বাণাসুর নামে একজন বিখ্যাত রাজার কথাও পাওয়া যায়। অসুর সভ্যতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন রাজগীর। জরাসিন্ধুকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের বলে ধরা হয়েছে। আবার অনেকে অসুরদের সঙ্গে মুন্ডাদের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন।

ঐতিহাসিক ভাষ্য অনুযায়ী অসুরদের জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ৬০০০-৭০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের (?)। 'অসুর' সম্প্রদায় আসিরিয়া থেকে আগত। অসুররা হরপ্পা ও মহেনজোদারো সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত। তবে এখনকার আদিবাসী চা শ্রমিকরা কৃষিজীবীরা অনার্য। অসুররাই অতীতের পৃথিবীতে নানা কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বহু তথ্য পরিপূর্ণ বইটির মধ্যে অসুরদের ভাষার সংক্ষিপ্ত শব্দভাণ্ডার, সংগীত, নৃত্যচর্চা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বহু নতুন জানা যাবে। অসুরদের নিয়ে বাংলা ভাষায় এমন লেখা এখনও পর্যন্ত হয়নি। ডুয়ার্সের অসুরদের মধ্যে গান ও যাত্রাগীত দুর্গাপুজোর সময় হয়।

'আদিবাসী মাহালি সমাজ ও সংস্কৃতি' বইটির লেখক প্রমোদ নাথ ও রাম অবতার শর্মা। মাহালি পশ্চিমবঙ্গের স্বীকৃত ৪০টি আদিবাসীর অন্যতম। মাহালিরা মহিলি, মাহলে, মহুলি ইত্যাদি নামেও পরিচিত। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, মেদিনীপুরে তাদের সংখ্যা বেশি হলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্য জেলাতেও তাদের পাওয়া যায়।

বইটির লেখকদ্বয় বক্তব্য বিষয়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বর্গীকরণ করে মাহালি সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। এই জাতীয় রচনা ঠিক সাহিত্যবিষয়ক নয়, বরং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মাধ্যমে লোক ঐতিহ্য (Folk Tradition) সন্ধানী সমীক্ষা বলা যেতে পারে। বইটির সূচনা হয়েছে 'উৎস সন্ধানে' দিয়ে। ক্রমে গোত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ অলঙ্কার, পারিবারিক সম্পর্ক, শারীরিক গঠন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জন্মসংস্কার, বিবাহ, মৃত্যু, খাদ্য ও পানীয়, নৃত্যচর্চা, ভাষা ও শব্দকোষ, পূজাপার্বণ ও উৎসব। ধর্ম, সামাজিক গীত, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তথ্যসূত্র দিয়ে বই শেষ হয়েছে। কিছু রঙিন ফোটোগ্রাফও আছে।

বইটির মুখ্য বিষয় মাহালিদের উৎপত্তি নিয়ে নানা গবেষকদের বিতর্কিত মন্তব্য এবং সমাধানের প্রয়াস। এইচ.এইচ.রিজলে মনে করেছিলেন, মাহালিরা সাঁওতালদের এক বিচ্ছিন্ন শাখা। অন্যান্য বহু গবেষকের নানা তথ্য লেখকরা তুলে ধরেছেন। তবে কেউ বলেছেন বাঁশফোড় মাহালি, কেউ তাঁতি মাহালি, কেউ বলেন, মাহালি মুন্ডা ইত্যাদি নানা মত আছে। তবে মাহালিরা বাঁশের জিনিসের দক্ষ কারিগর তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য একদা বর্জ্য পদার্থ মাথায় বহন করায় সাঁওতালদের কাছে তা অসম্মানের কাজ মনে হয়েছে। তাই মাহালিরা শেষ পর্যন্ত পৃথক জনগোষ্ঠী। আবার এদেরই একটি শাখা নিরামিষভোজী।

তথ্যসূত্র দেখলে বোঝা যায়, লেখকদ্বয় বই পড়া ছাড়াও ক্ষেত্রসমীক্ষায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

অর্ণব সেন

আদিবাসী অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ প্রমোদ নাথ। এখন ডুয়ার্স। ১৬০ টাকা
উত্তরবঙ্গের আদিবাসী শেরপা সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ প্রমোদ নাথ ও রাম অবতার শর্মা। উপ্‌জনভুই পাবলিশার্স। ১২৫ টাকা
আদিবাসী মাহালি সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ প্রমোদ নাথ ও রাম অবতার শর্মা। অণিমা প্রকাশনী। ১৫০ টাকা